DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Nov 2026, 02:43 PM

খেলা

যে সম্পদ বদলে দিল মরক্কোর ফুটবল

প্রতিবেদক: Dhaka Probe
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



বিশ্ব ফুটবলে মরক্কোর দারুণ উত্থানের পেছনে রয়েছে এক ভিন্ন গল্প। দেশের বিশাল ফসফারেট সম্পদ থেকে আয় করা অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হচ্ছে ফুটবলের উন্নয়নে। রাষ্ট্রায়ত্ত সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই অর্থ দিয়ে জাতীয় দলের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় গড়ে তুলতে কাজ করছে।

২০২৪ সালে গঠিত জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ তহবিলের মাধ্যমে দেশটির ফুটবলে বড় বিনিয়োগ শুরু হয়। এতে ফুটবল ফেডারেশন, বেসরকারি খাত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করছে। লক্ষ্য, মরক্কোকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত করা।

মরক্কোর ষষ্ঠ মোহাম্মদ বহুমুখী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হিশাম এল হাবতি বলেন, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখাই তাদের লক্ষ্য। রাজকীয় নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও এই কাজে অংশ নিচ্ছে। তিনি জানান, অনুশীলন মাঠ নির্মাণে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছে তাদের প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গেও তাদের অংশীদারত্ব রয়েছে।

তবে মরক্কোর ফুটবল উন্নয়নের যাত্রা আজকের নয়। ২০০৯ সালে রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ সরকারকে সারা দেশে খেলার মাঠ, তরুণদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক মাঠ এবং দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরিতে বিনিয়োগের নির্দেশ দেন। পরে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্যোগে যুক্ত হয়ে আরও গতি আনে।

এই তহবিলের অর্থে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

এর সুফলও মিলছে মাঠে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে মরক্কো ইতিহাস গড়ে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে শেষ চারে পৌঁছায়। সেই আসরে তারা স্পেন, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ায়। চলতি বছর আফ্রিকা মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বও জিতেছে তারা।

ফসফেট কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। এটি ছাড়া খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার তৈরি করা কঠিন। আর এই মূল্যবান সম্পদের অন্যতম বড় ভাণ্ডার রয়েছে মরক্কোতে। ফলে বিশ্ববাজারে ফসফেটের চাহিদা থেকে দেশটি উল্লেখযোগ্য আয় করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, চীন রপ্তানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, রাশিয়াকে ঘিরে রয়েছে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এ কারণে ফসফেটের বিশ্ববাজারে মরক্কোর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

হিশাম এল হাবতির মতে, ফুটবলে এই বিনিয়োগ দেশের মানুষের মধ্যেও নতুন আশা ও আনন্দ সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে দলের ঐতিহাসিক সাফল্যের সময় যেমন পুরো দেশ আনন্দে ভেসেছিল, এবারও তিনি মানুষের মধ্যে ঠিক সেই উচ্ছ্বাসই দেখতে পাচ্ছেন।

সূত্র: রয়টার্স

এ বিভাগের আরও খবর



হামজা-ফারহানের নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। হামজা চৌধুরী ও ফারহান আলী ওয়াহিদের নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে হারিয়ে □এ□ গ্রুপের চ্য...



গোলের খরা কাটাতে মোরছালিনকে ফেরানোর ভাবনা বাংলাদেশের

ভুটানের বিপক্ষে আক্রমণে আধিপত্য ছিল বাংলাদেশের। একের পর এক গোলের সুযোগও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেসব সুযোগের বেশির ভাগই কাজে লাগাতে পারেনি দল। শ...



মিরপুর টেস্টে ৮ উইকেটে হারল বাংলাদেশ

মিরপুর টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। শনিবার (৩১ অক্টোবর) শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চতুর্থ...



অস্ট্রেলিয়াকে রিকেলটনের চ্যালেঞ্জ, জয় নয়তো হার

জয় কিংবা পরাজয়কোনোটির বাইরে অন্য কোনো ফল দেখতে চান না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার রায়ান রিকেলটন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/sports/je-smpd-bdle-dil-mrkkor-futbl